প্লেটো ও রল্‌সের ন্যায়তত্ত্ব : নৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে একটি বিচারমূলক আলোচনা

Smita Roy
Research Scholar,
Philosophy,
WBSU, Kolkata, West Bengal, India

সারসংক্ষেপ (Abstract)

এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বের বিচারমূলক আলোচনা এবং দ্বিতীয় ভাগে রল্‌সের ন্যায়তত্ত্বের বিচারমূলক আলোচনা করা হয়েছে। উভয় আলোচনাই নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ (Key words)
Rights, Justice, Plato, Republic, Rawls, Veil of Ignorance, Original Position, Difference Principle.

মূল আলোচনা (Discussion)

প্রথম ভাগ : প্লেটোর (Plato) ন্যায়তত্ত্ব

দর্শনশাস্ত্র ও রাজনৈতিক চিন্তার জগতে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (428/427 or 424/423 – 348/347 BC) প্রধান প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত। প্লেটো তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The Republic" -এ তিনি তাঁর ন্যায় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যা এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই কারণে Republic – কে 'Concerning Justice' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই গ্রন্থে সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ তত্ত্ব রুপে ন্যায় সম্বন্ধিত আলোচনা বিশদে করা হয়েছে। প্লেটো একজন আদর্শবাদী বিচারক ছিলেন এবং তিনি আদর্শ রাজ্য স্থাপনে ন্যায়কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহৎ তত্ত্ব হিসেবে মেনেছেন। প্লেটো যে আদর্শ রাজ্য কল্পনা করেছিলেন তার মূল কেন্দ্রে ন্যায়তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। 'ন্যায়' প্লেটোর বিচারের মূল আধার ছিল। প্লেটোর ন্যায় সিদ্ধান্ত বুঝতে গেলে প্রথমে তার পূর্ব ধারা বুঝতে হবে কারণ প্লেটো তাঁর ন্যায়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার আগে তৎকালীন সমাজের ন্যায় সম্বন্ধীয় ধারণা খণ্ডন করেছিলেন। সেই সময়ে সমাজে ভ্রষ্টাচার, অসমতা, অশান্তময় পরিবেশ ছিল, যা দূর করতে গিয়ে প্লেটো বলেন - সত্য বলে যদি আমি আমার দেশের গুপ্ত রহস্য কাউকে বলে দিই তাহলে সেটাকে ন্যায় বলা যাবে না। মিত্রের সাথে শ্রেষ্ঠ বা শুধু শত্রুর সাথে ঘৃণ্য ব্যবহার করা ন্যায় সঙ্গত হতে পারে না। কারণ এমন হতে পারে যে, মিত্র শুধু নামে মিত্র কিন্তু আসলে গোপনে শত্রুতার কাজ করে চলেছে। অনেকে এমন আছে যে, কেউ মিত্র হিসেবে এসে আমাদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে বেশি সুযোগ নিয়ে যায়। পরম্পরা ন্যায় সিদ্ধান্ত গুলিকে প্লেটো এইভাবে খণ্ডন করেছিলেন।

প্লেটো ক্রান্তিকারী সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে বলেন- শাসন করার একটা কৌশল। প্রকৃত শাসক জনতার কষ্ট দূর করে তাদের হিতসাধনে কাজ করবে। শক্তিশালী কোন শাসক যদি শুধুমাত্র নিজের হিতসাধনের কাজ করে তাহলে তাকে প্রকৃত যথার্থ শাসক বলে আখ্যা দেওয়া যায় না এবং তার কাজকেও ন্যায় সঙ্গত বলা যাবে না। অন্যায় কখনো ন্যায়ের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। কারণ সুখ-দুঃখের চেয়ে সর্বদা শ্রেষ্ট হয়। দুঃখকে কখনও সুখের উপরে আমরা রাখতে পারি না।

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কার্যকারণ সিদ্ধান্ত খন্ডন করে প্লেটো বলেন- ন্যায় কোন বাহ্যিক বিষয় নয়। ন্যায় কৃত্তিম বস্তু হতে পারে না। ন্যায় হল আন্তরিক ও স্বাভাবিক বস্তু। ন্যায় হল মানব আত্মার আন্তরিক গুণ। ন্যায়স্থাপন

স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তৎকালীন সমাজে ন্যায় সম্বন্ধিত প্রচলিত ধারণা গুলি এইভাবে খণ্ডন করে প্লেটোর তাঁর ন্যায়তত্ত্ব সম্পর্কিত বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্লেটোর মতে ন্যায়ের আঁধার পরম্পরা হয় না, ব্যক্তির স্বার্থপরতা হয় না, ভয়ের কোন ভাবনা হয় না। ন্যায় হল মানব আত্মার উচিত অবস্থা, মানুষের স্বভাবের একটি প্রাকৃতিক দিক।

প্লেটোর "The Republic" গ্রন্থে Justice বা ন্যায় ধর্মের যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, প্লেটোর মতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই ন্যায় ধর্মের আশ্রয় হতে পারে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ্যের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। প্লেটো ব্যক্তি সংক্রান্ত ন্যায়ের ক্ষেত্রে যা বলেছেন তা প্রথমে আলোচনা করা যাক। প্লেটোর মতে, মানবাত্মায় ৩ টি নৈসর্গিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। যথা:- Reason, Spirit, Appetite। এই তিনটি গুণ যখন মানব মস্তিষ্কে সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে তখন ব্যক্তি ন্যায় সঙ্গত কর্ম পালন করতে সক্ষম হয়। Reason, Spirit, Appetite- এর সঠিক সমন্বয় ব্যক্তির জীবনে ন্যায় বোধের সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্র মানব মস্তিষ্কেরই ব্যাপক রূপ হয়। যারা রাষ্ট্রে বসবাস করে তাদেরই মস্তিষ্ক ও চরিত্র দিয়ে রাষ্ট্র তৈরি হয়। যেভাবে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকে সেরকমই ওই তিনটি গুণের প্রতিনিধি বা আধার রূপে রাষ্ট্রে তিন ধরনের শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যথা:- শাসক শ্রেণী, সৈনিক শ্রেণী ও উৎপাদক শ্রেণী। রাষ্ট্র ব্যক্তিদের ব্যাপক রূপ। শাসক শ্রেণী - এদের বুদ্ধি প্রধান মাত্রায় থাকে। এই শ্রেনী শাসন সঞ্চালন করে। সৈনিক শ্রেণী - এদের শৌর্য ও সাহস প্রধান হয়ে থাকে। এই শ্রেণীদের রাষ্ট্রের সুরক্ষার দায়িত্ব থাকে। উৎপাদক শ্রেণী - তৃষ্ণা বা বাসনা এদের প্রধান হয়ে থাকে। এরা বৈষয়িক আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করে থাকে।

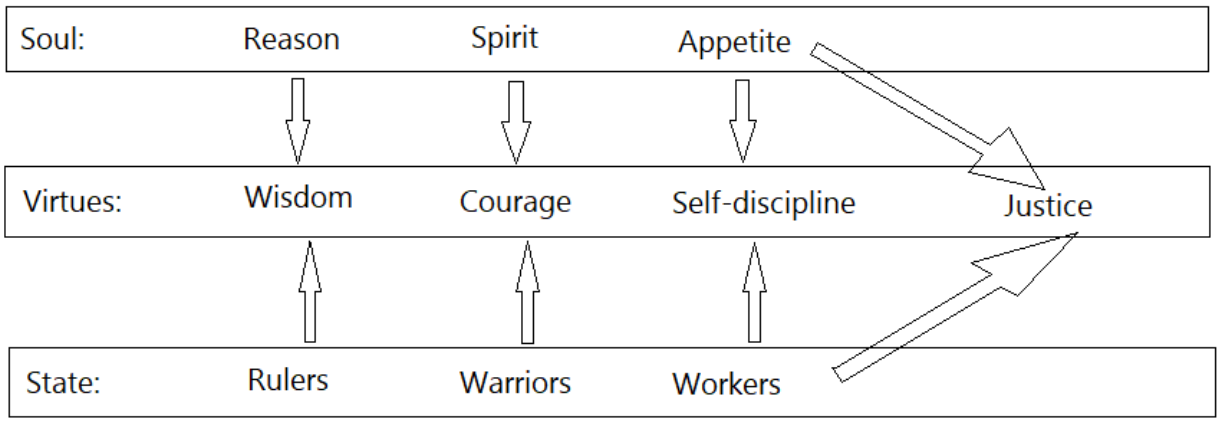

ব্যক্তি কোন শ্রেণীতে থাকবে তা নির্ভর করবে ব্যক্তির মধ্যে কোন গুণ বা তত্ত্ব প্রধান আছে তার উপর। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রে ন্যায়ের উপলব্ধি তখনই হবে যখন রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গ তাদের স্বভাব বা প্রাকৃতিক গুণ অনুসারে আচরণ করে এবং নিজেদের ধর্ম পালন করে। অর্থাৎ প্লেটোর মতে শাসক জনতার হিতসাধনে নিঃস্বার্থভাবে শাসন করবে, সৈনিকগণ দেশের সীমাকে রক্ষা করবে, উৎপাদক শ্রেণী সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করবে। এইভাবে রাষ্ট্রের ন্যায় ব্যবস্থা স্থির হয়ে থাকতে পারবে। প্লেটোর যে ন্যায়তত্ত্ব তা কর্তব্য পালনের ভাবনা মাত্র।
ন্যায় কি ? ন্যায়ের অবস্থান কোথায় ? তা প্লেটো স্পষ্টভাবে উত্তর দেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি যদি তার নিজের অবস্থানে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে নিজের কর্তব্য পালন করে এবং অন্যের কর্তব্যে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে সেটা ন্যায় হবে। অন্যদিকে প্লেটো আরো বলেন যে, ন্যায়ের অবস্থান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নিজের নিশ্চিত কর্তব্য পালনকারী নাগরিকের আত্মা বা মনে থাকে।

প্লেটোর ন্যায়ের ধারণা কার্য বিশেষীকরণের সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত। কার্য বিশেষীকরণের সিদ্ধান্ত হল ব্যক্তিকে কেবল সেই ধরনের কাজ করা উচিত যা তার স্বভাবগত, যে কাজ সে ভালোভাবে করতে পারে, ব্যক্তিদের আব্যশিকতাও পূরণ হবে, যার দ্বারা সমাজ উপকৃত হবে, রাজ্যে আত্মনির্ভরতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। ব্যক্তি সমাজের অংশ। সমাজের বিকাশেই ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বে দেখা যায় যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের পরিপূরক। প্লেটোর

ন্যায়তত্ত্ব সমাজে একতা প্রতিষ্ঠা করার সূত্র ছিল। তাঁর ন্যায় সিদ্ধান্ত সহজ ও সরল ছিল। তৎসত্ত্বেও তৎকালীন সময় ও পরিস্থিতিতে প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণা কোনো আইনি ধারণা নয়, এটি একটা নৈতিক ধারণা যা মানুষকে কেবল তার নিজের কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। প্লেটো যে কার্য বিশেষীকরণের কথা বলেছেন তাতে ব্যক্তির প্রতিভা অনেক ক্ষেত্রে হরণ করে নেওয়া হচ্ছে। কারণ এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে, বিভিন্ন কর্মে পটু। কার্য বিশেষীকরণের সূত্র ব্যক্তিকে কেবল একটি কাজে সীমিত রাখতে পারে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর হয় না।

প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বে কেবল ব্যক্তির কর্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয় কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকার কেবল রাষ্ট্রের উপর রয়েছে,ব্যক্তির উপর নেই। প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বে গুণ অনুযায়ী সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে কিন্তু গুণ নির্ধারণের আধার কি হবে তা স্পষ্ট ভাবে সেখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। প্লেটোর ন্যায় সিদ্ধান্ত অধিকসংখ্যক জনগণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না কারণ তৎকালীন সমাজের নগরে জনসংখ্যা কম ছিল। সেইজন্য সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সমাজে বিশাল জনসংখ্যা থাকায় প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব সেখানে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে না।

একটু বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বে একতা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সমাজকে শাসক, সৈনিক, উৎপাদক শ্রেণীতে বিভক্ত করে সমাজে একতার পরিবর্তে শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটা কোন ন্যায়সঙ্গত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। প্লেটোর ন্যায় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ওঠে যে, এইখানে সমাজের একটি শ্রেণীকেই শাসনের অধিকার দেওয়া হয়, বাকি শ্রেণীগুলিকে শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় যার ফলে শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সমাজ গঠনে সকল শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও প্লেটো শাসক শ্রেণীর চিত্তশুদ্ধির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। শিক্ষার সুযোগ শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীকে নয় , প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত ভাবে দিতে হবে। আদর্শ রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির ভূমিকাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় ভাগ : রল্‌সের (John Bordley Rawls) ন্যায়তত্ত্ব

মার্কিন দার্শনিক জন রল্‌স (1921-2002) একজন প্রসিদ্ধ উদারবাদী নৈতিক বিচারক ছিলেন। তিনি তাঁর "A Theory of Justice" গ্রন্থে ন্যায়ের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। রল্‌সের মতে, 'ন্যায়' শব্দটি সুবিচার বা ন্যায্যতা কে বোঝায়। তিনি বলেন যে, সকল প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ সমানভাবে সকলের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এই সমস্ত প্রাথমিক দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন মৌল অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা, আত্মসম্মান, আয়, সম্পদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উদারনৈতিক রাজনৈতিক মতবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে জন রল্‌সের সদর্থক ভূমিকা অনস্বীকার্য।
রল্‌সের ন্যায়-নীতি গড়ে ওঠার পশ্চাতে যে দুটি মূল ধারণা অবতারণা করা যায় সেগুলি হল – "Original Position" এবং "Veil Of Ignorance"। রল্‌সের মত অনুসারে বলা যায় যে, সকল মানুষ সমান নয় – না জ্ঞানের বিচারে, না সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে। কল্যাণকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে উনি উদ্যত ছিলেন। কল্যাণকারী রাজ্য হল সেই রাজ্য যেখানকার সব নাগরিকদের স্বাধীনতা থাকবে এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ করবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, সাথে সম্পত্তির ও সমান বিতরণ করা হয়ে থাকবে। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু আছে সেগুলি কল্যাণকারী রাজ্যের নাগরিকরা সহজেই সমানভাবে পেয়ে থাকে। রল্‌সের মতে যতক্ষণ বিতরণ ঠিকঠাক হবে না, ততক্ষণ ন্যায় ব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। রল্‌সের মতে, মানব প্রয়োজনীয় যে সকল বস্তু আছে, সেগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা যায় - সামাজিক পদার্থ ও প্রাকৃতিক পদার্থ। সামাজিক পদার্থ হল এমন জিনিস যেগুলি সামাজিক কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা সামাজিক কোন সংস্থা দ্বারা বিতরণ করা হয় যেমন- বেতন, সম্পত্তি, অধিকার, স্বতন্ত্র ইত্যাদি। অপরপক্ষে প্রাকৃতিক পদার্থ হল এমন জিনিস যেগুলির বিতরণ সংস্থা বা সামাজিক ব্যক্তিদের দ্বারা করা সম্ভব নয় যেমন বুদ্ধি,কল্পনাশীলতা, সাহস প্রভৃতি।

রল্‌স ন্যায় সম্পর্কিত দুটি নীতি এবং অগ্রাধিকারের দুটি নিয়ম নির্ধারণ করেছেন। প্রথম নীতিতে বলা হয় প্রত্যেক ব্যক্তির মৌল স্বাধীনতার ব্যাপারে সমানাধিকার থাকবে (Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others)। ন্যায় সংক্রান্ত দ্বিতীয় নীতিটি ছিল সকলের জন্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্য সাম্য প্রতিষ্ঠা। এই নীতির দুটি অংশ বর্তমান যথা:- বিভেদ নীতি (Difference Principle)- Social and economic inequalities are to be arranged so that – (a) they are to be of the greatest benefit to the least advantaged members of society (The Difference Principle)। (b) Offices and positions must be open to everyone under condition of fair equality of opportunity।
ন্যায়ের এই দ্বিতীয় নীতিটিকে সর্বাধিক নীতি বলা হয়। এই নীতির মূল কথা- সর্বনিম্ন সুবিধা ভোগীর জন্য সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া। জন রল্‌সের উক্ত দু'টি নীতির সঙ্গে অগ্রাধিকারের দুটি বিধান সংযুক্ত। অগ্রাধিকারের প্রথম বিধানে সুযোগ-সুবিধার সাম্যের উপরে স্বাধীনতার অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অগ্রাধিকারে দ্বিতীয় বিধানটি দক্ষ বন্টনের থেকে সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য সাম্যের উপর অগ্রাধিকার আরোপ করে।

রল্‌স সামাজিক বোঝাপড়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। সামাজিক উদারবাদী বিচারকরাও সামাজিক বোঝাপড়ায় বিশ্বাস করতেন। রল্‌স মনে করতেন, ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, প্রয়োজন পূরণের জন্য সমাজ বানিয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে সমাজই বানানো হোক না কেন সেখানে যেন প্রত্যেকেই সমানভাবে ন্যায্যতা লাভ করে। রল্‌স এই সম্বন্ধে অনেক অনুমান করেছেন। রল্‌স বলেন প্রারম্ভিক অবস্থায় সমাজের লোকজন একে অপরের প্রতি উদাসীন ছিলেন। যতক্ষণ না তাদের সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন, চাহিদা চরিতার্থ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কাউকে ঘৃণা করবে না, দূরে সরিয়ে রাখবে না। যদি কোনো ধনী ব্যক্তি থাকে, তার সমস্ত চাহিদা প্রয়োজন যদি পূরণ করে হয়ে থাকে, তার মধ্যে যদি কোন কিছুর অভাব বোধ না থাকে তাহলে সে সাধারণত কাউকে কখনো ঘৃণা করবে না। যদি সমাজ বানানো না থাকে এবং ব্যক্তিরা নিজেরা সমাজ বানায় তাহলে দেখা যাবে যে তারা এমন সমাজ বানাবে যাতে ব্যক্তিদের নিজেদের অধিকতর স্বার্থ চরিতার্থ হয়, হিতসাধন হয়, অধিকতর অধিকার ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল ব্যক্তিরা মিলে সমাজ বানাবে তারা জানে না যে তাদের অবস্থান কেমন হবে এবং তাদের সকলের যোগ্যতা কি হবে, তাদের কোন দিকে হিতসাধন হবে, কে ধনী হবে, কে গরীব হবে, কে উচ্চ জাতের ও কে নিচুজাতের হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি চাইবে এমন নিয়ম হোক যাতে গরীব থেকে গরীবতর ব্যক্তি কেউ যাতে নিরাশ না হয়। বোঝাই যাচ্ছে রল্‌স একটু ভিন্ন ধরনের সমাজ বানাতে চেয়েছে। রল্‌স সমাজের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিছুটা নিয়ম সমর্থনের কথা বলেন যেমন-এক সমান মৌলিক স্বতন্ত্রতা। রল্‌সের মতে ন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন করতে গিয়ে সবার মধ্যে এক সমান স্বাতন্ত্র্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। সকলেরই অধিক থেকে অধিকতর স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। তাঁর মতানুসারে এমন সমাজ বানানো উচিত যেখানে খুব কম আর্থিক সামাজিক অসমতা থাকবে। এইভাবে সমাজে ন্যায় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। পুরোপুরি সামাজিক আর্থিক বৈষম্য দূর করা না গেলেও এমনভাবে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে অসমতার পরিমাণ খুবই সামান্য হবে। অর্থাৎ সমাজের অধিক লোক যেন ধনী বা অধিক লোক গরীব না হয়, ধনী ও গরীব হওয়ার মধ্যে যেন সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে।

রল্‌স পুনর্বিতরণ করাকে সমর্থন করতেন। তাঁর মতে,ন্যায়কে স্থাপন করতে হলে আয়ের পুনর্বিতরণ খুবই প্রয়োজন। যোগ্য লোক নিজের বিকাশ করবে এমন ভাবে যাতে গরীব লোকেরও লাভ হবে। যত ব্যক্তি আছে তারা নিজেদের যেমন বিকাশ ঘটাবে তেমনি তাদের এই বিকাশের মাধ্যমে গরীব মানুষরাও যেন উপকৃত হন । এইভাবে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এমন সমাজব্যবস্থা গঠন করতে হবে যেখানে সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। অনেকে অনেকসময় বিনা যোগ্যতায় অনেক মুনাফা অর্জন করে থাকে। কিন্তু সেগুলি ব্যাতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

রল্‌স উপযোগিতাবাদ সমর্থন করেননি। উপযোগিতাবাদে 'সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ'- এর কথা বলা হয়। সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্টকে গ্রাহ্য করা হয় না। অনেকে অনেক সময়ে বিনা যোগ্যতায় অধিকতর লাভ অর্জন করে থাকে কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। রল্‌সের মতে যত ব্যক্তি আছে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হোক। কোন ব্যক্তি যদি সমাজে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে তাহলে আয়ের পুনর্বিতরণের মাধ্যমে তাকে এগিয়ে আনতে হবে। ধনীদের থেকে কর নিয়ে গরীবদের মধ্যে অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করা হয়। ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহিত আয়কর দিয়ে গরীব মানুষেরা আর্থিক দিক দিয়ে উপরে উঠতে পারবে।

রল্‌সের ন্যায়তত্ত্ব বিভিন্নভাবে অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে। ন্যায় সম্পর্কিত রল্‌সের প্রথম ও দ্বিতীয় নীতির মধ্যে বিরোধ বর্তমান। প্রথম নীতিতে সমানাধিকার এবং সকলের জন্য অধিকারের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় নীতিতে অসাম্যকে সমর্থন করা হয়েছে। এই অসাম্য হল সর্বাধিক সুবিধাভোগী ও সর্বাধিক অসুবিধা ভোগীর পক্ষের মধ্যে। এই অসাম্য নীতিটির অপপ্রয়োগ ঘটেছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই বৈষম্যের নীতিতে গুরুত্ব দিয়ে রল্‌স যেন নিজেই তাঁর তত্ত্বে একটি স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করেছেন।

রল্‌স তাঁর ন্যায়তত্ত্বে বলেছেন যে ন্যায় অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার সমভাবে বন্টন করতে হবে সমাজের সকল শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে। কিন্তু একটু দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, সমাজের উচ্চ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই সকল অধিকার সমান ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না।

রল্‌স তাঁর ন্যায়তত্ত্বে স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছেন এবং সেই স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিকে এমন স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয় যে সে অপর ব্যাক্তির স্বাধীনতাকে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু আমরা যদি একটু বিচার বিবেচনা করি তাহলে দেখবো যে বহুক্ষেত্রেই অনেক ব্যাক্তির স্বাধীনতা অন্যের দ্বারা হরণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া তাঁর ন্যায়তত্ত্বে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কারণ হেতু বলা যেতে পারে যে রল্‌স সমাজে প্রকৃত ন্যায়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সূত্র নির্দেশ (References)

- D. D. Raphael, “Concepts of Justice”: Published by Clarendon Press-Oxford, 2003
- Desmond Lee, “Plato The Republic”: Published by Penguin Classics, 2007
- John Rawls, “A Theory of Justice”: Published by Belknap Press, 1971
- Samuel Freeman, “Rawls”: Published by Routledge, London and New York, 2007
- https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_(Plato)#Definition_of_justice (last accessed on 2019)
- https://faculty.mtsac.edu/cmcgruder/cmcgruder/sabbatical_aesthetics/republic.pdf